স্টেপ বাই স্টেপ

হজ গাইডলাইন

মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব

সম্পাদনা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

CamScanner

স্টেপ বাই স্টেপ

হজ গাইডলাইন

[প্রস্তুতি থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত উমরার সব আমলের
ধারাবাহিক সহজ-সরল বিবরণ]

মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব
সদস্য : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

সম্পাদনা
মাওলানা তাহমীদুল মাওলা
পরিচালক : মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
উসতায : জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

CamScanner

হজ গাইডলাইন

প্রথম প্রকাশ

মে ২০২৩

শাওয়াল ১৪৪৪

অনলাইন পরিবেশক

www.niyamahshop.com www.wafilife.com www.rokomari.com

সরাসরি মুআসসাসা থেকে সংগ্রহ করতে যোগাযোগ করুন : 01871746798 (হোয়াটসঅ্যাপ)

ফিক্সড প্রাইস : ১৪০ টাকা

স্বত্ব সংরক্ষিত। প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ইলেক্ট্রনিক বা প্রিন্ট মিডিয়ায় পুনঃপ্রকাশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে দাওয়াহর উদ্দেশ্যে বইটির কোনো অংশ বইয়ের নাম উল্লেখপূর্বক কোনো প্রকার বিকৃতিসাধন ব্যতিরেকে উদ্ধৃত করার অনুমতি রয়েছে।

Hajj Guideline By Mawlana Abdullah Suhaib, Published By Muassasa Ilmiyah Bangladesh

MUASSASA
ILMIYAH BANGLADESH

প্রকাশক

মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ

: 01871746798

: 01830540520

/ MuassasaIlmiyahbd

মহানগর প্রজেক্ট, হাতিরঝিল, রামপুরা, ঢাকা

mibd.org

মাকতাবাতুল আসলাফ

পরিবেশক

মাকতাবাতুল আসলাফ

: 01747-330779

দোকান নং-৪০, প্রথম তলা, ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

/ realaslaf

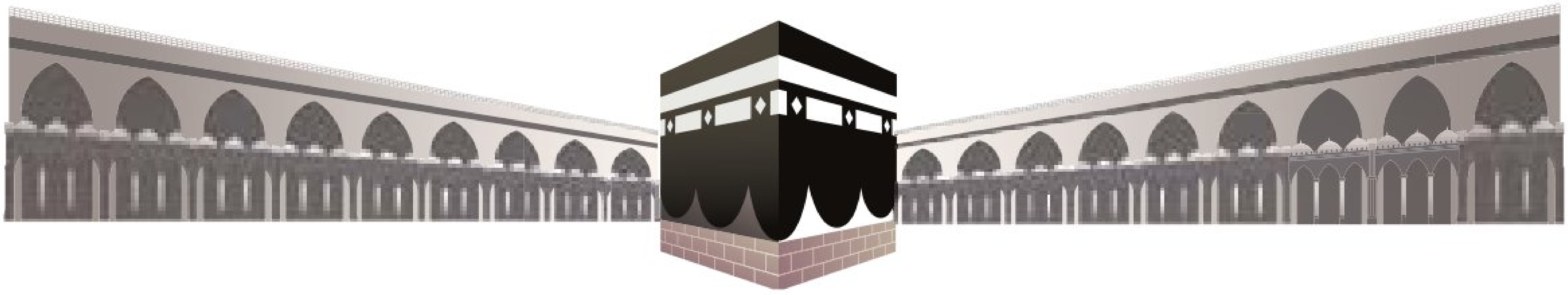

ভূমিকা

মাওলানা তাহমীদুল মাওলা

পরিচালক, মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ
উসতায, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين.

হজ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ, আকর্ষণীয়, অত্যাধিক লাভজনক অথচ সুকঠিন ইবাদত। সব ইবাদতের জন্যই আবশ্যক কিভাবে তা সঠিকভাবে আদায় করা যায়, কিভাবে উত্তম থেকে উত্তমভাবে সুসম্পন্ন করা যায় এবং কিভাবে আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল করানো যায় তা শিখে নেওয়া। কারণ কোন ইবাদত শুধু সঠিক হওয়া আর উত্তমভাবে আদায় করা এক কথা নয়। আর বাহ্যিকভাবে একটি ইবাদত যতই উত্তম হোক, তা যদি আল্লাহ তাআলার দরবারে কবুল না হয় তাহলে সবই বৃথা। হজের বেলায় এ শিখে নেওয়ার গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে যায়। কারণ— হজ একটি দীর্ঘমেয়াদী ও বহু শাখাবিশিষ্ট ইবাদত। অধিকাংশ মানুষই তা জীবনে একবারই আদায় করে থাকেন। ফলে হজ আদায়ে ভুল-ত্রুটি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন—

> ‘তোমরা আমার কাছ থেকে হজের বিধি-বিধানগুলো শিখে নাও। আমি জানি না, হয়ত এরপর আর আমি হজ করতে পারব না’। [সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১২৯৭]

CamScanner

সুতরাং সফলভাবে হজ সম্পন্ন করার জন্য প্রথমকাজ হজের বিধি-বিধান শিখে নেওয়া। দ্বিতীয়ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আলেমের কাছ থেকে সরাসরি প্রশিক্ষণ নেওয়া। তারপর সম্ভব হলে কোন আল্লাহ ওয়ালা আলেমের সাথে সাথে থাকা।

তাই হজের বিধি-বিধান শেখার জন্য বিভিন্ন ভাষায় যুগযুগ ধরে শত-শহস্র কিতাব রচিত হয়েছে। কালক্রমে বাংলা ভাষায় রচিত সাধারণ মানুষের উপযোগী হজ বিষয়ক সহজ ও সংক্ষিপ্ত বইগুলোও এ তালিকায় যুক্ত হয়েছে। তবে বাংলা বইগুলোর মধ্যে নির্ভরযোগ্য, সহজ ও সমকালীন প্রেক্ষাপটে উপযুক্ত বইয়ের পরিমাণ খুব বেশি নয়। কারণ, প্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় এমন আছে যা হাজীদের অবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন– বাংলাদেশের মানুষ যখন জাহাজে করে হজে যেতেন, তখন তাদের 'মীকাত' ছিল ইয়ামান বাসীদের মত—'য়ালামলাম'। কিন্তু এখন প্লেনে যাওয়ার কারণে তাদের 'মীকাত' হয় নাজদবাসীদের মত 'কারনুল মানাযিল'। আবার কিছু বিষয় আছে যা স্থানের পরিবর্তনের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেমন মিনা ও মুযদালিফাকে মক্কা নগরীর অন্তর্ভুক্ত ধরা হবে না ভিন্ন এলাকা গণ্য করা হবে। কিছু বইয়ে এজাতীয় বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না। আবার কিছু বইয়ে মতানৈক্যপূর্ণ বিষয়ে ভারসাম্যহীন বরং বিভ্রান্তিকর আলোচনাও পাওয়া যায়। তাই পড়ার জন্য ভাল বই নির্বাচন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

তবে কিছু ভাল বই এমনও রয়েছে যা অপ্রসিদ্ধ কিংবা সহজলভ্য নয়। ফলে সচরাচর মানুষ তা থেকে খুব উপকৃত হতে পারছে না। তাই মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ বাংলাদেশ আস্থাভাজন, অভিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেমদের বইগুলো সামনে রেখে একটি গাইডলাইন প্রস্তুত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রায় বছর খানেক পূর্বে মাওলানা আব্দুল্লাহ সুহাইব একটি হজ গাইডলাইন প্রস্তুত করেন। আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ তাআলার শুকর, বিলম্বে হলেও তা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে।

এতে সহজে ও সংক্ষেপে হজের অতি প্রয়োজনীয় সব মাসআলা আলোচনা ছাড়াও হজ সফরের পূর্বে বৈষয়িক, মানসিক ও রুহানী প্রস্তুতি বিষয়ে এবং হজ সমাপ্তিতে হাজী কি নিয়ে ফিরবেন এ বিষয়েও দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে মাসআলা বলার সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে প্রয়োজনীয় বিশেষ পরামর্শও যোগ করা হয়েছে। পাশাপাশি 'স্টেপ বাই স্টেপ' এমন ধারাবাহিকতার

CS CamScanner

সাথে বিষয়গুলো সাজানো হয়েছে, যাতে যারা মাসআলা মনে রাখতে পারেন না, তারাও প্রতিটি আমলের সময় তখনকার করণীয় একসাথে পেয়ে যাবেন এবং দেখে দেখে তা আদায় করে নিতে পারবেন ইনশাআল্লাহ। অভিজ্ঞতার আলোকে এ পদ্ধতিকে অনেক উপকারী ও সহজ মনে করা হচ্ছে। মাসআলার ক্ষেত্রে এ বইয়ে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়া ঢাকার উসতায, মুফতি মুহাম্মদ ইয়াহইয়া হাফিজাহুল্লাহ এর 'হজ্জ ও উমরা : পদ্ধতি ও মাসায়েল' গ্রন্থ থেকে। আল্লাহ তাআলা হযরতকে জাযায়ে খায়ের দান করেন। আরও সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে— আমাদের সকলের আস্থার কেন্দ্র মারকাযুদ দাওয়াহ আলইসলামিয়ার মুখপত্র 'মাসিক আলকাউসার' থেকে। আল্লাহ তাআলা দীনি, দাওয়াতি ও ইলমী এ মাসিক পত্রিকাটিকে তার অভিষ্ট লক্ষ্যপানে অবিচল ও নির্বিঘ্ন পথ চলাকে সহজ করে দিন।

বইটি প্রকাশকালে প্রশান্তির বিষয় যে, দেশের শীর্ষস্থানীয় দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া ঢাকার প্রিন্সিপাল, উসতাযে মুহতারাম মুফতি মাহমুদুল হাসান ছাহেব [আল্লাহ তাআলা হযরতের মত আপাদমস্তক নিআমতকে আফিয়াতের সাথে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন এবং পুরো উম্মতের রাহবারির জন্য কবুল করুন] বইটি প্রস্তুতি পর্যায়ে একবার আদ্যোপান্ত দেখে দিয়েছেন। হযরতের সাহেবযাদা, জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়ার উসতায, মাওলানা মাসীহুল্লাহ ছাহেবও একাধিকবার দেখেছেন। আরও একাধিক বন্ধুদের সহযোগিতাও আমরা পেয়েছি আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলা এর লেখক ও সহযোগী সকলকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

এর বিভিন্ন পর্যায়ে আমি অধমও বারবার দেখার চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি বা উপস্থাপনাগত অসুন্দর্য থাকাটাই স্বাভাবিক। এমন কিছু কারো দৃষ্টিগোচর হলে এবং আমাদের অবগত করলে আমরা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। সর্বোপরি এর যত কল্যাণ রয়েছে আল্লাহ তাআলা তা আমাদেরকে এবং সকল হাজীদেরকে দান করুন এবং এর কোন ভুল-ত্রুটি থাকলে তা থেকে সকলকে হেফাজত করুন। আল্লাহ তাআলার মেহমান হাজীদের জন্য এমন একটি কাজ প্রকাশ করতে পেরে মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ পরিবার আনন্দিত, আপ্লুত ও আশাবাদী আলহামদুলিল্লাহ। বিশেষত আশাবাদী

CamScanner

এজন্য যে, হাজীদের সামান্য সহযোগিতার বরকতে এবং তাদের দুআর উসীলায় আল্লাহ তাআলা মুআসসাসা ইলমিয়্যাহ, এর সদস্যবৃন্দ ও সহযোগী-সহযাত্রীদের কবুল করে নেবেন।

وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

তাহমীদুল মাওলা
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর ঢাকা
৫ই শাওয়াল ১৪৪৪ হিজরী
২৬ এপ্রিল ২০২৩ ঈসায়ী

CamScanner

সূচিপত্র

ভূমিকা ৫
হজের ফযীলত ১২
জরুরি মাসায়িল ১৪
হজের প্রস্তুতিপর্ব-১..১৬
হজের প্রস্তুতিপর্ব-২ ....২০
১. হজের রূহ ও তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য কিছু বই পাঠ করা ২০
২. নিয়ত বিশুদ্ধ করা ২০
৩. গুনাহ থেকে তাওবা করা ২১
৪. মানুষের সমস্ত হক আদায় করা কিংবা যথাযথভাবে মাফ চেয়ে নেওয়া......২১
৫. উত্তম সফরসঙ্গী নির্বাচন..২১
৬. আরো দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়..২২
৭. প্রশিক্ষণ গ্রহণ..২২
কিছু গুরুত্বপূর্ণ আদব..২৩
সকল কাজে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখুন..২৩
হজের প্রতিটি আমল সুন্নাহ মোতাবেক আদায় করার আপ্রাণ চেষ্টা করুন......২৩
সর্বাবস্থায় যত্নের সাথে নামায আদায় করুন..২৪
সকল কষ্ট হাসিমুখে বরণ করে নিন..২৪
গুনাহ থেকে বিরত থাকুন..২৪
ঝগড়া-বিবাদ থেকে বেঁচে থাকুন..২৫
কাউকে কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকুন..২৫
বাইতুল্লাহ শরীফের আদব-সম্মান বজায় রাখুন..২৬
সোশ্যাল মিডিয়া, মোবাইল-ইন্টারনেট এর অপব্যবহার থেকে বেঁচে থাকুন....২৬
পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখুন..২৬
আমলের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখলে বিচলিত হবেন না..................................২৭

CS CamScanner

শপিং ও কেনাকাটায় অযথা সময় ব্যয় করা থেকে বিরত থাকুন ২৭
হজ সংক্রান্ত কিছু জরুরি পরিভাষা ২৯
হজের ধারাবাহিক বিবরণ... ৩৩
আপনি কোন প্রকার হজ করবেন তা ঠিক করুন ৩৪
সফরের দিন..৩৬
শেষ মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে নিন..৪১
এয়ারপোর্টে / হজ ক্যাম্পে ৪৪
ইহরাম অবস্থার নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বিরত থাকুন.............................৪৭
কিরান ও ইফরাদ হজ আদায়কারীগণ লক্ষ্য করুন.................................৪৯
বিমানে...৫১
জিদ্দা এয়ারপোর্টে ৫৩
মক্কা শরীফে ৫৫
যেভাবে উমরা আদায় করবেন... ৫৮
তাওয়াফ...৫৮
যেভাবে উমরার সাঈ করবেন..৬৪
উমরার ইহরাম ত্যাগ করুন...৬৮
মক্কা শরীফে অবস্থানকালীন করণীয়... ৭০
হজ শুরু ৭৫
৭ যিলহজ ৭৬
হজের ইহরাম ৭৬
৮ যিলহজ.. ৭৯
মিনায় গমন..৭৯
মিনার তাবু যদি মুযদালিফার অংশে হয় তাহলে কী করবেন?....................৮০
মিনা, মুযদালিফা ও আরাফায় কসর প্রসঙ্গে ৮০
মিনায় জুমার নামাযের বিধান...৮১
মিনায় অবস্থানকালে করণীয় ৮১
৯ যিলহজ ৮২

CamScanner

আরাফার দিনের ফযীলত ৮২
আরাফায় অবস্থান (ফরয) ৮২
আরাফায় যোহর ও আসর একত্রে পড়া প্রসঙ্গে ৮৪
উকূফে আরাফার করণীয় ৮৫
সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা থেকে বেরিয়ে যাবেন না ৮৬
আরাফার দিন জুমাবার হলে........ ৮৬
মুযদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব) ৮৮
মুযদালিফায় মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় সংশ্লিষ্ট মাসআলা ৯০
১০ যিলহজ........ ৯২
রামীর (কংকর নিক্ষেপের) সময় ৯৩
যেভাবে রামী (কংকর নিক্ষেপ) করবেন ৯৪
কুরবানী ও হলক (মাথা কামানো) ৯৬
যদি হজের কুরবানী করার সামর্থ্য না থাকে........ ৯৭
হাজীদের জন্য ঈদুল আযহার কুরবানী ৯৮
তাওয়াফে যিয়ারত........ ৯৯
ঋতুমতী নারী পবিত্র হওয়ার আগেই দেশে ফিরতে হলে........ ৯৯
১১ যিলহজ ১০১
১২ যিলহজ........ ১০৩
১৩ যিলহজ ১০৪
তাওয়াফুল বিদা (ওয়াজিব)........ ১০৫
এক নজরে হজ........ ১০৭
বদলী হজের মাসায়িল ১১০
হজ-উমরা আদায়ে ভুল-ত্রুটি ও তার প্রতিকার........ ১১৫
যিয়ারতে মদীনা ১২১
নবীজির কবর শরীফে........ ১২২
হজ থেকে ফিরে ১২৮
হজ থেকে কী নিয়ে নিয়ে ফিরবেন........ ১২৮
যে জিনিসগুলো আনবেন না ১৩৩

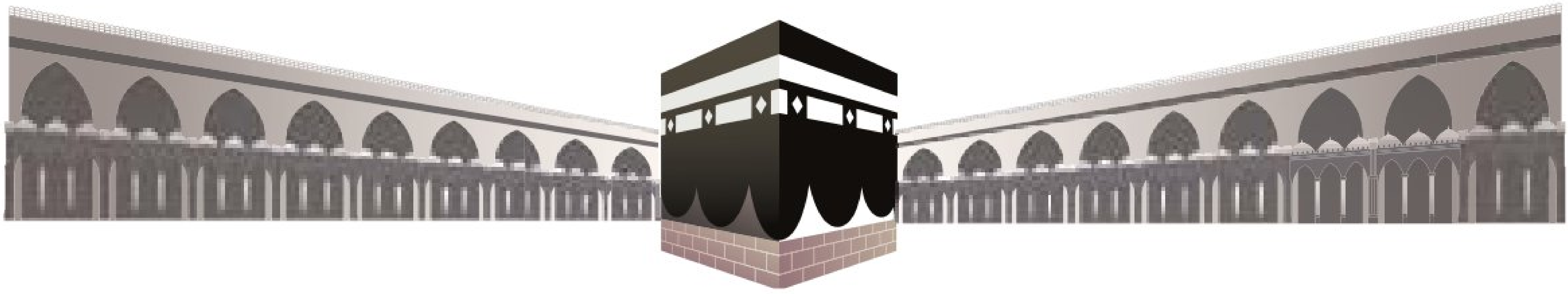

হজের ফযীলত

হজ অত্যন্ত ফযীলতপূর্ণ আমল। হাদীস শরীফে হজের বহু ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। এখানে এ সংক্রান্ত কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা হল।

১. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য হজ করে এবং কোনো অশ্লীল কাজ বা গুনাহে লিপ্ত হয় না, সে যেন সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বাড়ী ফেরে। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৫২১]

২. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক উমরার পর আরেক উমরা করলে মধ্যবর্তী সময়ের গুনাহ মাফ হয়ে যায়। আর মাবরূর (মকবুল) হজের প্রতিদান তো কেবল জান্নাতই। [সহীহ বুখারী, হাদীস ১৭৭৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৩৪৯]

৩. আবদুল্লাহ বিন মাসউদ রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা একাধারে হজ ও উমরা করতে থাকো। কেননা হজ-উমরা পাপ ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে মিটিয়ে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়। [তিরমিযী, হাদীস ৮১০; ইবনে মাজাহ, হাদীস ২৮৮৭]

৪. আবু হুরাইরা রাযি. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, হে আল্লাহ! আপনি হজ আদায়কারীকে ক্ষমা করে দিন এবং সে যার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে তাকেও ক্ষমা করে দিন। [সহীহ ইবনে খুযাইমা, হাদীস ২৫১৬]

৫. আতা ইবনে ইয়াসার রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহর হজ করবে, হজের

CamScanner

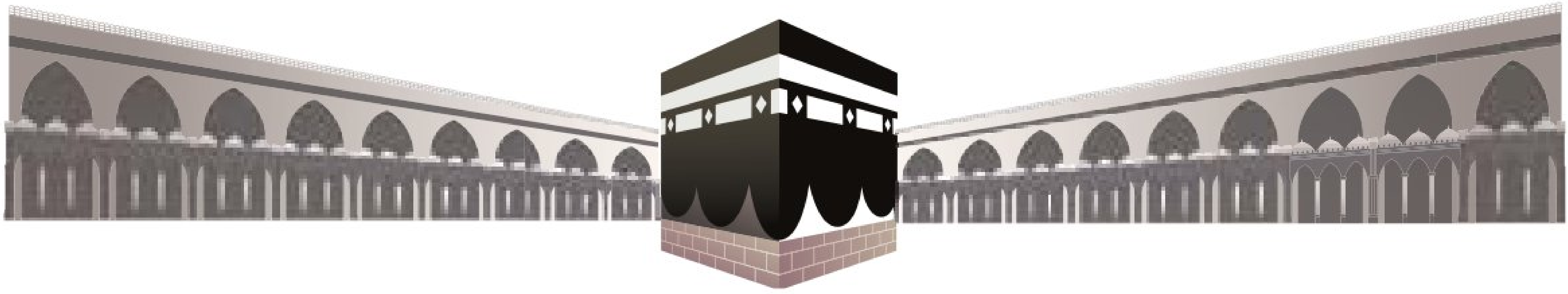

হজের প্রস্তুতিপর্ব-২

আমাদের হজ যেন 'হজ্জে মাবরুর' হয়, সেজন্য বৈষয়িক প্রস্তুতির সাথে সাথে আত্মিক ও রূহানী প্রস্তুতি গ্রহণ করা বেশি প্রয়োজন। এ প্রস্তুতিপর্বে কী কী বিষয় লক্ষ্য রাখা উচিত, সে বিষয়ে একটি সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা এখানে দেওয়া হলো।

১. হজের রূহ ও তাৎপর্য অনুধাবনের জন্য কিছু বই পাঠ করা

হজের রূহ ও তাৎপর্য এবং এ বিধানের আসল উদ্দেশ্য অনুধাবন করা এবং এর প্রতি ইশক ও মুহাব্বত পয়দা করার জন্য কিছু বই পাঠ করা প্রয়োজন। এজন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পাঠ করতে পারেন।

১. আরকানে আরবাআ, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ : মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, প্রকাশক : মুহাম্মাদ ব্রাদার্স

২. বাইতুল্লাহর পথে, মাওলানা আবুল হাসান আলী নদভী, অনুবাদ : মাওলানা আবুল বাশার মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, প্রকাশক : মাকতাবাতুল আশরাফ

৩. বাইতুল্লাহর মুসাফির, মাওলানা আবু তাহের মিসবাহ, প্রকাশক : দারুল কলম

৪. সফরে হিজায, মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী, অনুবাদ : মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ আব্দুল জলীল, প্রকাশক : রাহনুমা প্রকাশনী

২. নিয়ত বিশুদ্ধ করা

নিয়তের বিশুদ্ধতা ছাড়া কোনো আমল কবুল হয় না। হাদীস শরীফে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিয়ামুক্ত হজের জন্য বিদায় হজে এভাবে দুআ করেছিলেন,

CS CamScanner

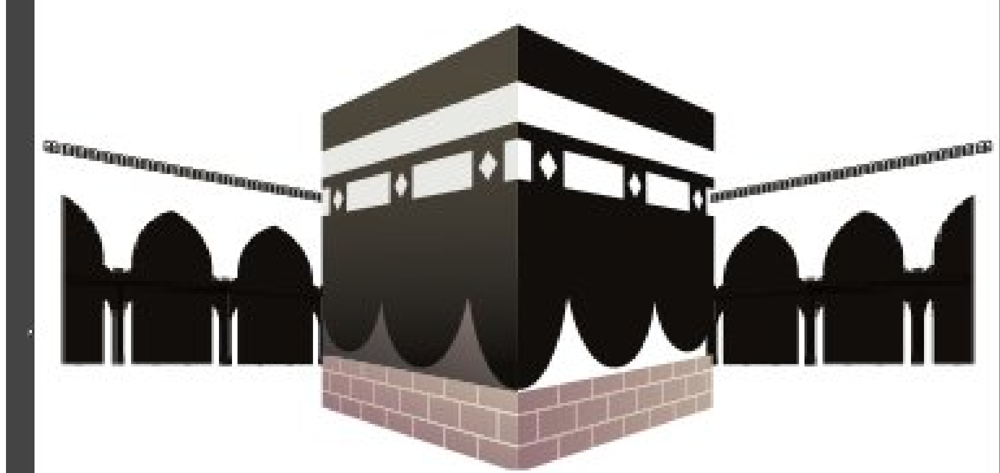

হজের ধারাবাহিক বিবরণ

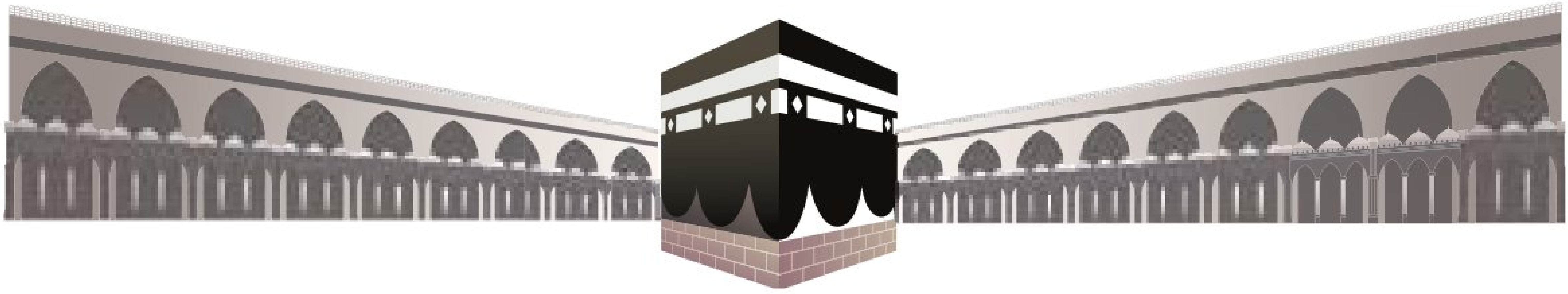

আপনি কোন প্রকার হজ করবেন তা ঠিক করুন

এখান থেকে ধারাবাহিকভাবে হজের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ উপস্থাপন করা হচ্ছে।

হজ তিন প্রকার- ১. ইফরাদ ২. কিরান ৩. তামাত্তু।

১. ইফরাদ (إفراد) : শুধু হজের নিয়তে মীকাত থেকে ইহরাম করে মক্কায় পৌঁছে হজ সম্পাদন করা। ইফরাদ হজে উমরা আদায়ের বিধান নেই। বরং মক্কা মুকাররামায় পৌঁছে তাওয়াফে কুদূম (সুন্নত তাওয়াফ) করে ইহরাম অবস্থায় হজের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। তারপর নির্ধারিত সময়ে হজের আমলগুলো সম্পন্ন করতে হবে। হজের ইহরাম করার পর থেকে নিয়ে হজ শেষ হওয়া পর্যন্ত পুরো সময় ইহরাম অবস্থায়ই থাকতে হবে।

হজ শুরু হবার আগ মুহূর্তে ৭/৮ শাওয়ালে যারা মক্কায় পৌঁছেন, তারাই সাধারণত ইফরাদ হজ আদায় করে থাকেন।

২. কিরান (قران) : একই ইহরামে হজ ও উমরা দুটোই আদায় করা। অর্থাৎ হজের মাসসমূহে (শাওয়াল, যিলকদ, যিলহজ) হাজীসাহেব একই সঙ্গে হজ ও উমরার নিয়তে মীকাত থেকে ইহরাম করে মক্কায় পৌঁছে প্রথমে উমরা করবেন। তারপর মাথার চুল না কামিয়ে বা না ছেঁটে হজের আগ পর্যন্ত পুরো সময় ইহরাম অবস্থায় থাকবেন। অতঃপর একই ইহরামে হজ করবেন এবং কুরবানী করবেন।

৩. তামাত্তু (تمتع) : হজ ও উমরা দুটোই আদায় করা। তবে ভিন্ন ভিন্ন ইহরামে। অর্থাৎ হাজী সাহেব হজের মাসসমূহে মীকাত থেকে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম করে উমরা পালন করবেন এবং মাথা মুণ্ডিয়ে ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যাবেন। তারপর একই সফরে হজের সময় হজের নিয়তে নতুন

CS CamScanner

সফরের দিন

ক. প্রথমেই আপনার গন্তব্যস্থল জেনে নিন

ঢাকা থেকে আগে জিদ্দা হয়ে মক্কা যাবেন, না সরাসরি মদীনায় যাবেন তা জেনে নিন। সফর যদি আগে মদীনায় হয়, তাহলে ঢাকা থেকে স্বাভাবিক পোশাকে সফর হবে। মদীনা থেকে মক্কায় যাবার সময় ইহরাম করতে হবে। মদীনায় অবস্থানকালীন করণীয় সম্পর্কে জানতে এ পুস্তিকার শেষে যিয়ারতে মদীনা সংক্রান্ত আলোচনাটি পড়ে নিন।

আর যদি ঢাকা থেকে সরাসরি জিদ্দা এবং সেখান থেকে মক্কা মুকাররমার সফর হয়, তাহলে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ইহরামের প্রস্তুতি নিয়ে বের হতে হবে। তবে ইহরামের মূল কাজ 'নিয়ত ও তালবিয়া পাঠ' ফ্লাইটের সময় নিশ্চিত হয়ে করতে হবে।

খ. সরাসরি মক্কাগামী হাজীগণ ইহরামের প্রস্তুতিস্বরূপ নিম্নোক্ত কাজগুলো ঘর থেকেই করে নিন

হজ-উমরার প্রথম কাজ ইহরাম করা। ইহরাম হচ্ছে– হজ বা উমরার নিয়ত করে তালবিয়া পড়া। ইহরামের জন্য কিছু পূর্বপ্রস্তুতি প্রয়োজন। ইহরামের প্রস্তুতিমূলক কাজগুলো ঘর থেকেই সম্পন্ন করে নিতে হবে।

উল্লেখ্য, সরকারি ব্যবস্থাপনায় যারা হজে যান, তাদেরকে ফ্লাইটের আনুমানিক ৩-৬ দিন আগে ঢাকায় অবস্থিত হজ ক্যাম্পে উপস্থিত হতে বলা হয়। যদি কেউ এসময় হজ ক্যাম্পে গিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ইহরামের প্রস্তুতি হজ ক্যাম্প থেকে গ্রহণ করবেন।

CS CamScanner

শেষ মুহূর্তে নিশ্চিত হয়ে নিন

এয়ারপোর্টের/হজ ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বে নিম্নোক্ত জিনিসপত্র আপনার সাথে/হ্যান্ড ব্যাগে আছে কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

১. টিকেট, পাসপোর্ট, ভিসা।

২. হজ এজেন্সি কর্তৃক সরবরাহকৃত আইডি কার্ড ও হোটেল বুকিং সংক্রান্ত কাগজ (অনেক এজেন্সি এসব জিনিস এয়ারপোর্টে পৌঁছার পর সরবরাহ করে থাকে)।

৩. করোনা টিকার সার্টিফিকেট ও করোনা পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট (যতদিন তা আবশ্যক থাকে)

৪. টাকা-পয়সা (ব্যক্তিগত খরচের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ সৌদি রিয়াল সংগ্রহে রাখতে হবে। কিছু ভাংতি রাখুন, যেন প্রয়োজনের সময় ভাংতির জন্য বিড়ম্বনা না হয়)

৫. পাসপোর্ট, টিকেট, ভিসা ও অন্যান্য কাগজের ২ সেট ফটোকপি। (সতর্কতাস্বরূপ ১ সেট ফটোকপি দেশেও রেখে যান, পাশাপাশি মোবাইলেও ছবি উঠিয়ে রাখতে পারেন)।

৬. স্যুটকেস ও হ্যান্ডলাগেজের ওপর বড় বড় অক্ষরে নিজের নাম, দেশের নাম, ফোন (হোয়াটসঅ্যাপ) নম্বর, পাসপোর্ট নম্বর, নিজের বা এজেন্সির সৌদির ঠিকানা স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে কিনা দেখুন।

সহজে চেনার জন্য লাগেজের/ব্যাগের হাতলে যে কোনো রঙের ফিতা লাগিয়ে নিতে পারেন।

৭. একসেট কাপড় ও জরুরি কিছু জিনিস বড় লাগেজে না দিয়ে হাতের ব্যাগে রাখুন। অনেক সময় মক্কা মুকাররমা পৌঁছে লাগেজ পেতে বিলম্ব হতে পারে বা হারিয়ে যেতেও পারে।

CamScanner

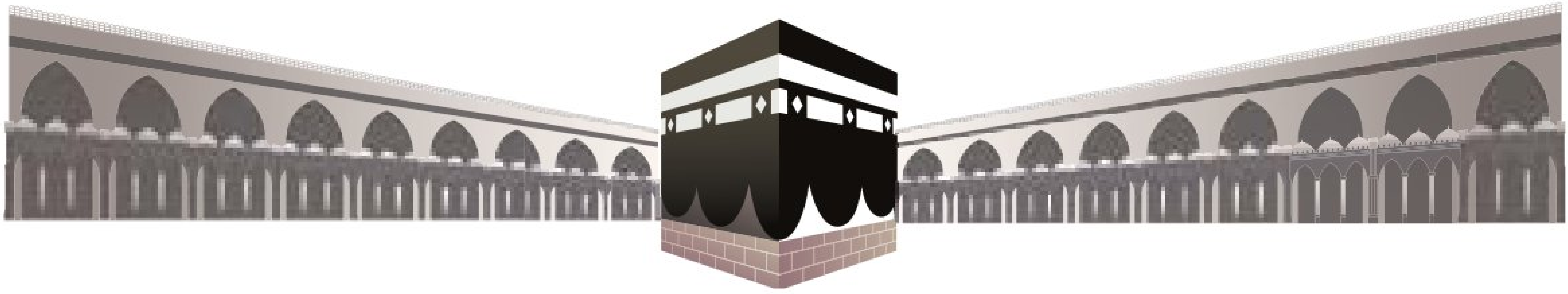

এয়ারপোর্টে/ হজ ক্যাম্পে

কাজের বিবরণ

১. আপনি যে এয়ারলাইন্সের মাধ্যমে সফর করবেন এয়ারপোর্টে/হজ ক্যাম্পে তাদের নির্ধারিত কাউন্টারে গিয়ে আপনার বড় স্যুটকেস/ব্যাগ জমা দিয়ে লাগেজ ট্যাগ ও বোর্ডিং পাস বুঝে নিন। হ্যান্ড লাগেজ আপনার সাথে রাখুন। হ্যান্ড লাগেজ জমা দিবেন না।

২. তারপর ইমিগ্রেশন কাউন্টারে গিয়ে ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করুন।

উল্লেখ্য, কখনো হজযাত্রীদের বাংলাদেশের ইমিগ্রেশন হজ ক্যাম্পে করা হয়ে থাকে। আর সৌদি আরবের ইমিগ্রেশনের কাজ বাংলাদেশ এয়ারপোর্টে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

অতএব, নির্ধারিত সময়ে হজ ক্যাম্পে পৌঁছে ইমিগ্রেশন করে নিন। ইমিগ্রেশন শেষে আপনাকে বাসে করে এয়ারপোর্টে নিয়ে যাওয়া হবে এবং সেখানে সৌদির ইমিগ্রেশনের কাজ সম্পন্ন করা হবে।

৩. বিমানে ওঠার আগে দুই দেশের ইমিগ্রেশন সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত সময় লেগে যায়। এ সময়টুকু ধৈর্যের সাথে অতিবাহিত করুন। এ সময়ের জন্য কিছু শুকনো খাবার সাথে রাখতে পারেন।

মনে রাখবেন, যাদের সৌদি আরবের ইমিগ্রেশনের কাজ বাংলাদেশে হবে, তাদের লাগেজ সরাসরি নির্ধারিত হোটেলে/বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হবে। তবে অনেক সময় লাগেজ পেতে বিলম্ব হয়, তাই একসেট কাপড় ও জরুরি সামানপত্র হাত ব্যাগে নিলে ভাল।

CamScanner

[কিরান ও ইফরাদ হজ আদায়কারীগণ লক্ষ্য করুন]

যেহেতু কিরান ও ইফরাদ হজের সাথে তামাত্তু হজের পার্থক্য কেবল তিনটি বিষয়ে, এছাড়া হজের অন্য সকল কাজের পদ্ধতি একই রকম, এজন্য যারা কিরান কিংবা ইফরাদ হজ করবেন তারা তিনটি বিষয় ছাড়া সর্বক্ষেত্রে এই গাইডলাইনের অনুসরণ করবেন। আর ব্যতিক্রম তিনটি বিষয়ে তারা এখানে[১] উল্লিখিত নিয়মের অনুসরণ করুন–

১. ইহরামের সময় নিয়তের পদ্ধতি–

কিরান ও ইফরাদ হজের নিয়ত তামাত্তু হজের নিয়ত থেকে ভিন্ন। তাই কিরান ও ইফরাদকারী এ গাইডলাইনে ইহরামের সময় যেভাবে নিয়ত করতে বলা হয়েছে, তার অনুসরণ করবেন না। বরং সেক্ষেত্রে নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে নিয়ত করবেন–

ক. কিরানকারী এভাবে নিয়ত করুন– হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য উমরা ও হজের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

খ. ইফরাদ হজ আদায়কারী এভাবে নিয়ত করুন– হে আল্লাহ! আমি আপনার সন্তুষ্টির জন্য হজের নিয়ত করছি। আপনি আমার জন্য তা সহজ করে দিন এবং কবুল করে নিন।

২. উমরা আদায় ও উমরার ইহরাম ত্যাগ–

তামাত্তু ও কিরান হজে উমরা আদায় করতে হবে। পার্থক্য শুধু কিরানকারী উমরা শেষ করার পর ইহরাম ত্যাগ করতে পারবেন না, পক্ষান্তরে তামাত্তুকারী ইহরাম ত্যাগ করতে পারবেন। আর ইফরাদকারীর জন্য উমরার বিধান নেই। অতএব–

ক. কিরানকারী ‘উমরার ইহরাম ত্যাগ করুন’ শিরোনামের আলোচনা অনুসরণ

[১] কিরান-তামাত্তুর ভিন্নতাগুলো সংশ্লিষ্ট জায়গায়ও নির্দেশ করা হয়েছে।

CamScanner

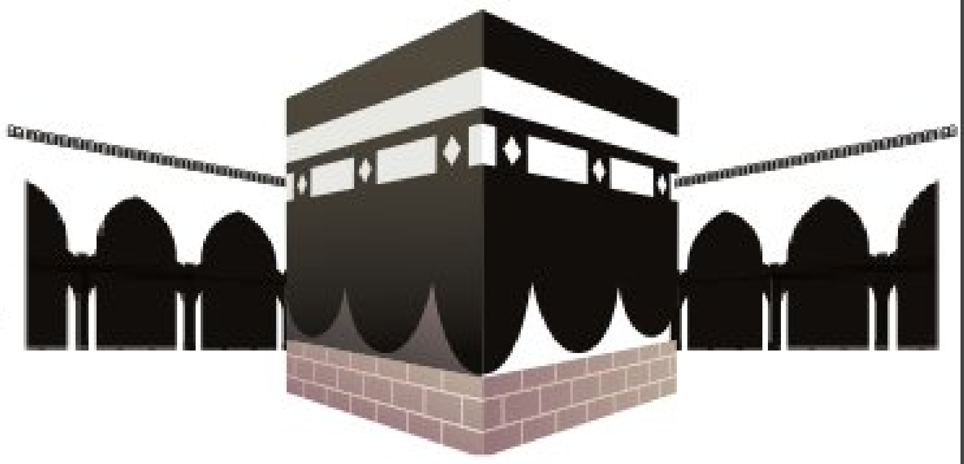

যেভাবে উমরা আদায় করবেন

উমরার কাজ চারটি-

১. ইহরাম করা (ফরয)

২. তাওয়াফ করা (ফরয)

৩.সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (ওয়াজিব)

৪. মাথা কামানো বা চুল ছোট করে ছাঁটা (ওয়াজিব)

যেহেতু ইতিমধ্যে ইহরাম করা হয়ে গিয়েছে, তাই এবার তাওয়াফ থেকে শুরু করে অবশিষ্ট তিনটি কাজ আদায় করতে হবে।

তাওয়াফ

১. মসজিদুল হারাম অতিক্রম করার পর মাতাফ (তাওয়াফের স্থান) শুরু হয়। মাতাফে পৌঁছে পুরুষেরা ইযতিবা করুন।

ইযতিবা হল, গায়ে জড়ানো চাদরটি ডান বগলের নীচ দিয়ে নিয়ে বাম কাঁধের উপর রেখে দেওয়া। ইযতিবার ফলে ডান কাঁধ খোলা থাকবে। তাওয়াফের সাত চক্করেই ইযতিবা অবস্থায় থাকা সুন্নত।

মাসআলা: পুরুষের জন্য নফল তাওয়াফে এবং যে তাওয়াফের পর সাঈ নেই তাতে ইযতিবা নেই। আর নারীদের জন্য কোনো তাওয়াফেই ইযতিবার বিধান নেই।

২. তামাত্তুকারীগণ তাওয়াফের আগে তালবিয়া পড়া বন্ধ করে দিন।

৩. এবার কাবার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত হাজরে আসওয়াদের কোণায় উপস্থিত হতে হবে। সহজে চেনার জন্য হাজরে আসওয়াদ বরাবর মসজিদের

CamScanner

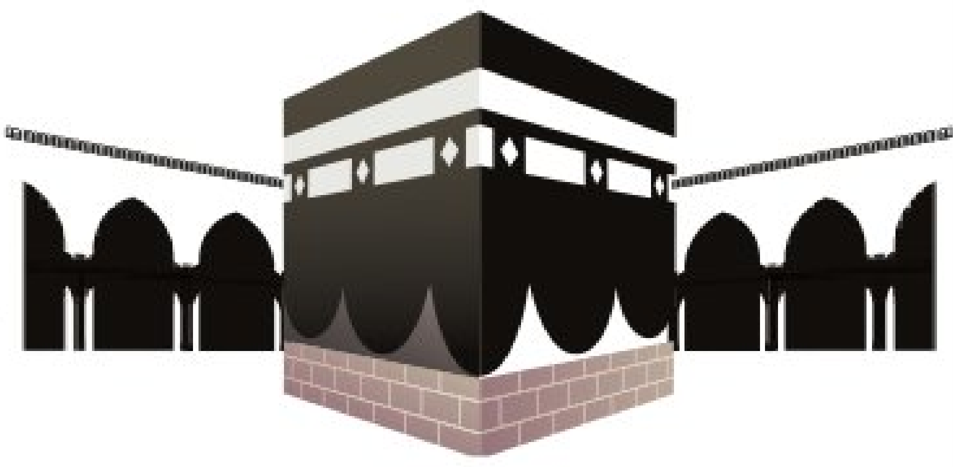

হজ শুরু

মৌলিকভাবে হজের কাজগুলো নিম্নরূপ–

১. ইহরাম করা (ফরয)

২. মিনায় অবস্থান করা (সুন্নত)

৩. আরাফায় উকূফ করা (ফরয)

৪. মুযদালিফায় উকূফ করা (ওয়াজিব)

৫. ১০ তারিখে জামরা আকাবায় রামী করা (ওয়াজিব)

৬. কুরবানী করা (তামাত্তু ও কিরানকারীদের জন্য ওয়াজিব)

৭. হলক করা (মাথা কামানো) (ওয়াজিব)

৮. তাওয়াফে যিয়ারত আদায় করা (ফরয)

৯. সাঈ করা (ওয়াজিব)

১০. ১১ তারিখে তিনটি জামরায় রামী করা (ওয়াজিব)

১১. ১২ তারিখে তিনটি জামরায় রামী করা (ওয়াজিব)

১২. তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) করা (ওয়াজিব)

এখানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত হজের প্রতিদিনের আমলগুলোর ধারাবাহিক বিবরণ পেশ করছি।

CamScanner

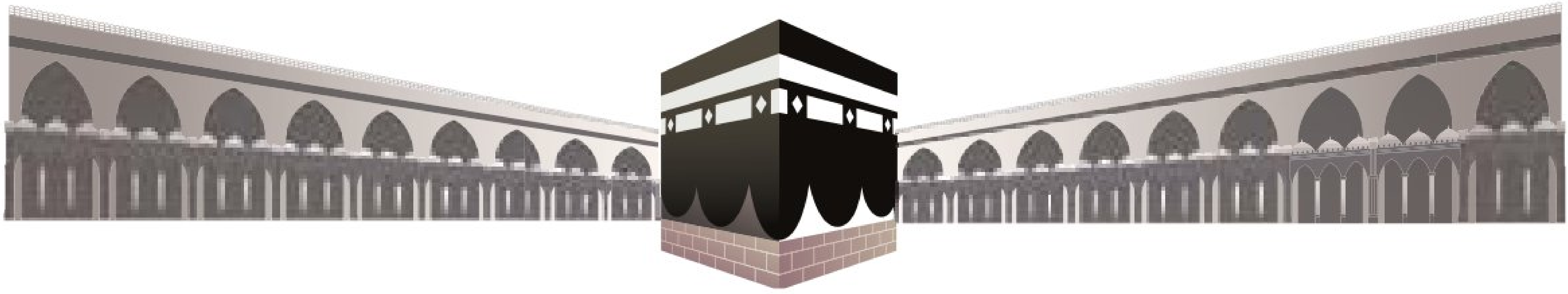

৭ যিলহজ

হজ শুরু হবে ৮ যিলহজ থেকে এবং শেষ হবে ১২ যিলহজে। ১৩ তারিখেও হজ সংশ্লিষ্ট কিছু ঐচ্ছিক আমল আছে। যেহেতু আগামীকাল ৮ তারিখ থেকে হজ শুরু হয়ে যাবে এজন্য আজকের দিনে কিছু প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

হজের ইহরাম

কাজের বিবরণ

১. আগামীকাল মিনায় যাবার জন্য আপনার প্রয়োজনীয় মালপত্র গুছিয়ে লাগেজে নিয়ে নিন। বাকি সামানপত্র হোটেলেই রেখে দিন।

২. অতিরিক্ত একসেট ইহরামের কাপড়, তোয়ালে, টিস্যু, প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র নিয়ে নিন। এছাড়াও কুরআন শরীফ, হজ সংক্রান্ত পুস্তিকা, তাসবীহ ইত্যাদিও সংগ্রহে রাখুন।

৩. মুযদালিফায় রাত্রি যাপনের জন্য বিশেষ ধরনের পাটি কিনতে পাওয়া যায়। অথবা একটি বিছানার চাদর সঙ্গে রাখতে পারেন, যা বিছিয়ে আরাম করতে পারেন।

মালপত্র যথাসম্ভব হালকা রাখতে হবে।

(তামাত্তু হজ আদায়কারী) ইহরামের প্রস্তুতিপর্ব সেরে নিন

৪. মোচ, নখ এবং শরীরের অতিরিক্ত পশম কেটে নিন।

বি. দ্র. : সম্ভব হলে যারা কুরবানী করবেন তারা বিশেষ সওয়াবের আশায় এসময় নখ-চুল কাটবেন না। কিরান হজ আদায়কারীর ন্যায় কুরবানী শেষে

CamScanner

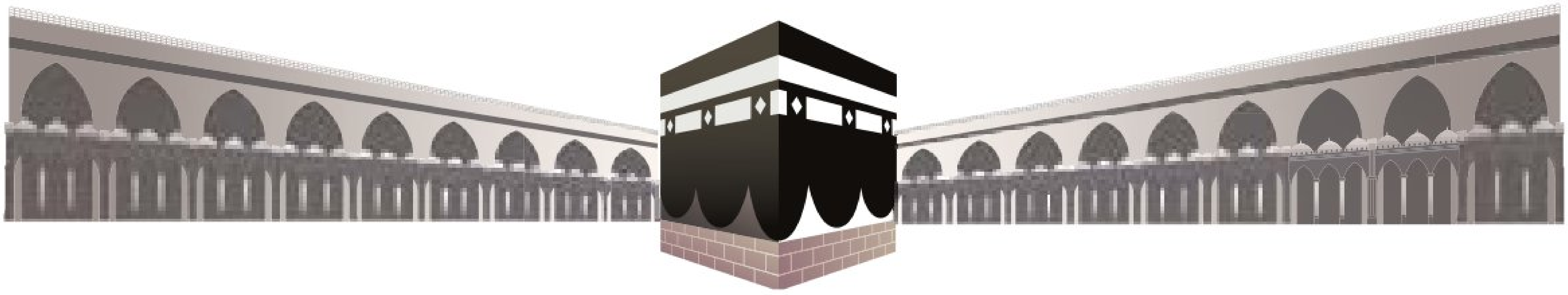

৮ যিলহজ

মিনায় গমন

কাজের বিবরণ

১. নাস্তা সেরে ইশরাকের পর মিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করুন। এ সময় বেশি বেশি তালবিয়া পড়ুন। আল্লাহ তাআলার কাছে হজের আমল কবুল হওয়া এবং সহজ হওয়ার জন্য দুআ করুন।

নোট: উল্লেখ্য, যদিও মিনায় রওনা হওয়ার উত্তম সময় ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর, কিন্তু আজকাল ৭ তারিখ দিবাগত রাতেই অনেক মুআল্লিমের বাস রওনা হয়ে যায় এবং রাতেই মিনায় পৌঁছে যায়। অধিক ভিড়ের কারণে আগে চলে যাওয়া দোষণীয় নয়। তাছাড়া মিনায় তাঁবু খুঁজে পাওয়া বেশ জটিল। আবার তাঁবুতে জায়গা পাওয়াও খুব একটা সহজ নয়। এজন্য নতুন হাজীগণ, বৃদ্ধ ও নারীরা অবশ্যই কাফেলার সাথেই যাবেন। কাফেলা থেকে পৃথক হবেন না।

আর বাসে মাল-সামানা উঠানো-নামানোর ক্ষেত্রে শক্তিশালীরা দুর্বলদের সাহায্য করি এবং বাসের সীটে বসার ক্ষেত্রে তাদেরকে অগ্রাধিকার দেই।

পরামর্শ: মক্কা থেকে মিনার দূরত্ব ৫ কি.মি.। আপনি যদি আগে মিনার তাঁবু চিনে আসতে পারেন কিংবা আগেও হজ করেছেন-এমন অভিজ্ঞ কোনো সঙ্গী পেয়ে যান এবং প্রয়োজনে পায়ে হেঁটেও চলতে পারেন, তাহলে কাফেলা প্রধানের অনুমতি নিয়ে ৮ তারিখ সূর্যোদয়ের পর পায়ে হেঁটে মিনার উদ্দেশ্যে রওনা দিতে পারেন। কারণ সূর্যোদয়ের পর মিনায় রওনা দেওয়া উত্তম। এছাড়াও মিনায় পায়ে হেঁটে দ্রুত ও সহজে পৌঁছা যায়।

এক্ষেত্রে মিনার উদ্দেশ্যে বের হবার পূর্বেই কাফেলা প্রধানের কাছ থেকে মিনার তাঁবু নম্বর ও অবস্থানস্থল সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে নিন।

CamScanner

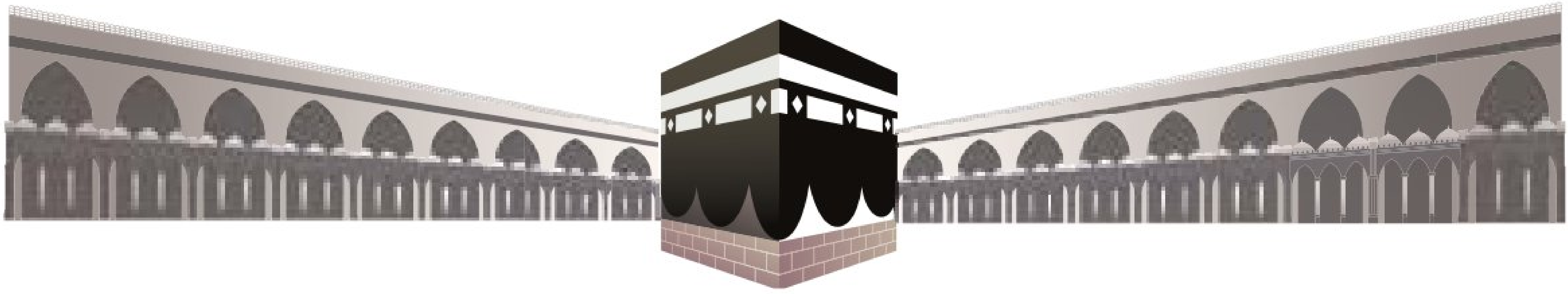

৯ যিলহজ

আরাফার দিনের ফযীলত

হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী আজকের দিনটি হলো- 'ইয়াওমু আরাফা' এবং হজের মূল দিন। আল্লাহ তাআলা এ দিনকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন। এ দিনে বান্দার প্রতি রবের রহমতের জোয়ার প্রবল বেগে উৎসারিত হয়। অসংখ্য বান্দাকে তিনি এ দিনে ক্ষমা করেন। এ দিনটি সম্পর্কে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

> আরাফার দিনের মত আর কোনো দিন এত অধিক পরিমাণে মানুষকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দেওয়া হয় না। আল্লাহ তাআলা নিকটবর্তী হন এবং বান্দাদের নিয়ে ফিরিশতাদের সামনে গর্ব করেন। আল্লাহ বলেন, কী চায় তারা? [সহীহ মুসলিম ১৩৪৮]

আরাফায় অবস্থান (ফরয)

কাজের বিবরণ

১. মিনায় ফজরের নামাযের পর একবার তাকবীরে তাশরীক পড়ুন। তাকবীরে তাশরীক হচ্ছে:

اَللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ، اَللّٰهُ أَكْبَرُ، وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

CS CamScanner

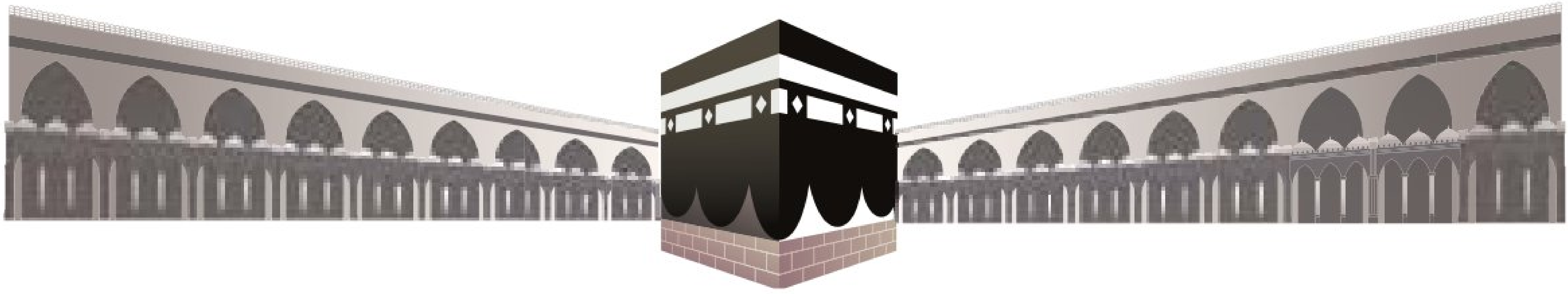

মুযদালিফায় অবস্থান (ওয়াজিব)

কাজের বিবরণ

১. মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওনা করুন

আরাফার ময়দান থেকে সূর্যাস্তের পর মাগরিবের নামায না পড়ে মুযদালিফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করুন। এ সময় তালবিয়া পাঠ করতে থাকুন।

পরামর্শ: মুযদালিফার উদ্দেশ্যে বের হবার আগেই বাথরুমের প্রয়োজন সেরে নিন। মুযদালিফায় টয়লেটের সংখ্যা খুব বেশি নয়। এজন্য সেখানে বাথরুমে লম্বা সিরিয়াল হতে পারে।

২. মাগরিব ও ইশা মুযদালিফায় ইশার ওয়াক্তে আদায় করুন

আজকে মাগরিব-ইশা উভয় নামায ইশার ওয়াক্তে মুযদালিফায় গিয়ে পড়তে হবে। যদি ইশার ওয়াক্তের পূর্বে মুযদালিফায় পৌঁছে যান, তবে তখন মাগরিব পড়বেন না; বরং ইশার ওয়াক্ত হওয়ার পর মাগরিব-ইশা একত্রে আদায় করবেন।

ইশার ওয়াক্তে মাগরিব ও ইশা জামাতের সাথে এভাবে আদায় করুন- একবার আযান দিন। তারপর ইকামত দিয়ে মাগরিবের তিন রাকাত আদায় করুন। তারপর আযান ও ইকামত ছাড়াই ইশার ৪ রাকাত ফরযের জন্য দাঁড়িয়ে যান।

ইমাম মুসাফির হলে দু রাকাত পড়ে সালাম ফেরাবেন। আর মুক্তাদী মুকীম হলে সালাম না ফিরিয়ে অবশিষ্ট দু রাকাত আদায় করে নিবেন।

তারপর মাগরীবের দুই রাকাত সুন্নত পড়ে নিন। এরপর ইশার সুন্নত ও বিতরের নামায আদায় করুন।

CS CamScanner

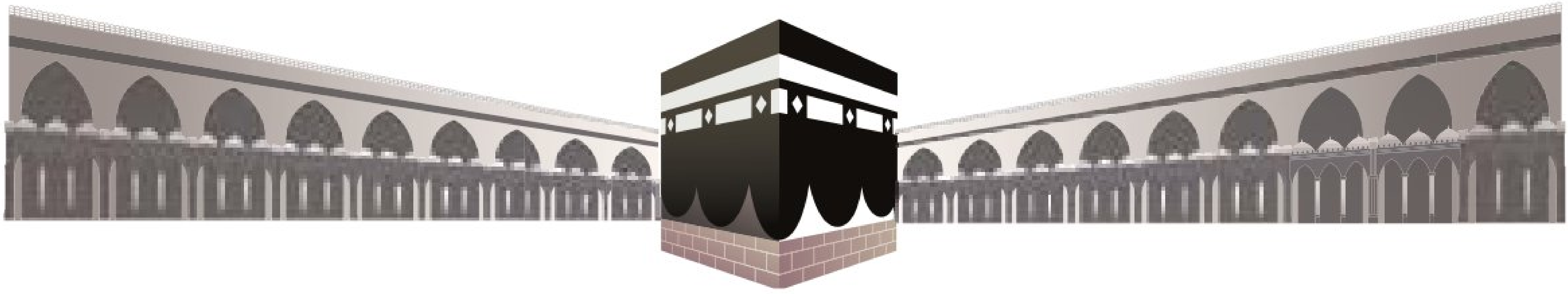

১০ যিলহজ

আজকের দিনটি অত্যন্ত ব্যস্ততার দিন। আজকে দিন শুরু হবে মুযদালিফায় উকূফের মাধ্যমে। তারপর মিনায় গিয়ে কংকর নিক্ষেপ করতে হবে। কুরবানী হয়ে যাবার পর চুল মুণ্ডিয়ে হালাল হতে হবে। ইচ্ছে করলে আজকের দিনে তাওয়াফে যিয়ারাত ও সাঈও করে নিতে পারেন।

উল্লেখ্য, আজকে ঈদের দিন। কিন্তু হাজীদের জন্য ঈদের নামায নেই।

কাজের বিবরণ

১. সুবহে সাদিক থেকে উকূফে মুযদালিফা করুন (ওয়াজিব)

আজকের প্রথম কাজ হচ্ছে সুবহে সাদিক (ফজরের ওয়াক্ত হবার পর) থেকে চতুর্দিক খুব ফর্সা হওয়া পর্যন্ত মুযদালিফায় অবস্থান করা। সুবহে সাদিকের পর মুযদালিফায় অল্প সময় অবস্থান করলেও ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে। তবে একেবারে ফর্সা হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা সুন্নত। [তিরমিযী ৮৯১]

২. উকূফের স্থান

মুযদালিফার ময়দানের যেকোনো অংশেই উকূফ (অবস্থান) করা যাবে। উত্তম হলো, মসজিদে মাশআরে হারামের নিকট উকূফ করা। তবে মুযদালিফার বাইরে মিনার দিকে 'ওয়াদিয়ে মুহাসসির' নামক স্থানে উকূফ করা যাবে না। কারণ এখানকার উকূফ গ্রহণযোগ্য নয়। [ইবনে আবী শাইবা ১৪০৭২]

৩. ওয়াক্ত হবার পর দেরি না করে ফজরের নামায পড়ে নিন। তবে কারো কথায় প্রভাবিত হয়ে সময়ের পূর্বে নামায পড়বেন না।

CS CamScanner

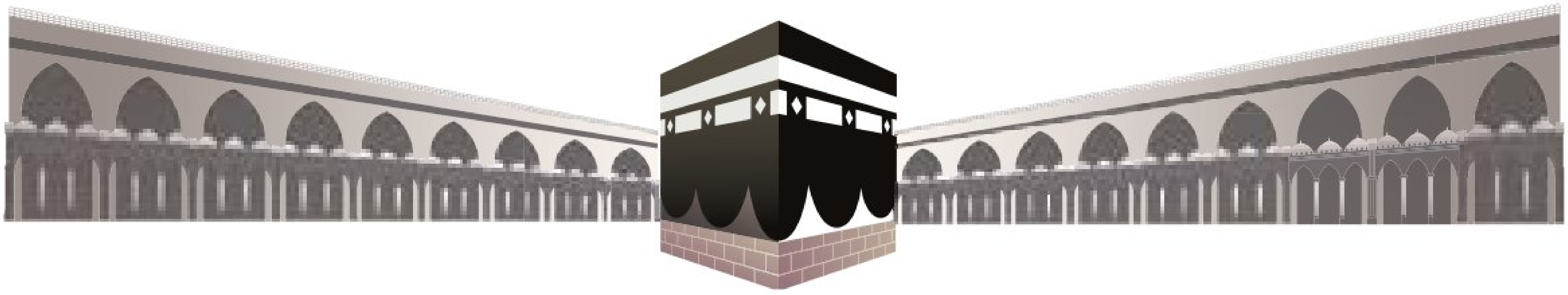

১১ যিলহজ

কাজের বিবরণ

১. আপনি যদি ইতিমধ্যে তাওয়াফ আদায় না করে থাকেন, তাহলে আজ সকালে তাওয়াফ করে নিতে পারেন। মিনা থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হারামে গিয়ে তাওয়াফ ও সাঈ করে নিন। তারপর ফেরার পথে আজকের দিনের রামী করে নিতে হবে।

২. আজকের দিনে তিনটি জামরাতেই রামী (কংকর নিক্ষেপ) করুন।

৩. যোহরের সময় থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত আজকের রামীর (কংকর নিক্ষেপের) সময়।

৪. আজ ও আগামীকাল (১১ ও ১২ যিলহজ) যোহরের ওয়াক্ত হবার আগে রামীর সময় শুরু হয় না। তাই এ দুদিন যোহরের আগে রামী করলে আদায় হবে না।

অত্যাধিক ভিড়ের কারণে সূর্যাস্তের পরও রামী করার অবকাশ রয়েছে এবং ওজরের কারণে তা মাকরূহও নয়।

মহিলা ও দুর্বল ব্যক্তিরা রাতে সময় সুযোগমত রামী করবেন।

৫. যেভাবে রামী (কংকর নিক্ষেপ) করবেন

আজ তিনটি জামরাতেই রামী করতে হবে। প্রথমে মসজিদে খাইফের দিকে অবস্থিত জামরায়ে উলায় রামী করুন। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি ও শাহাদাত আঙ্গুল দিয়ে ধরে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার অথবা শুধু আল্লাহু আকবার বলে পৃথক পৃথকভাবে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করুন। এরপর ভিড় থেকে সরে এক

CS CamScanner

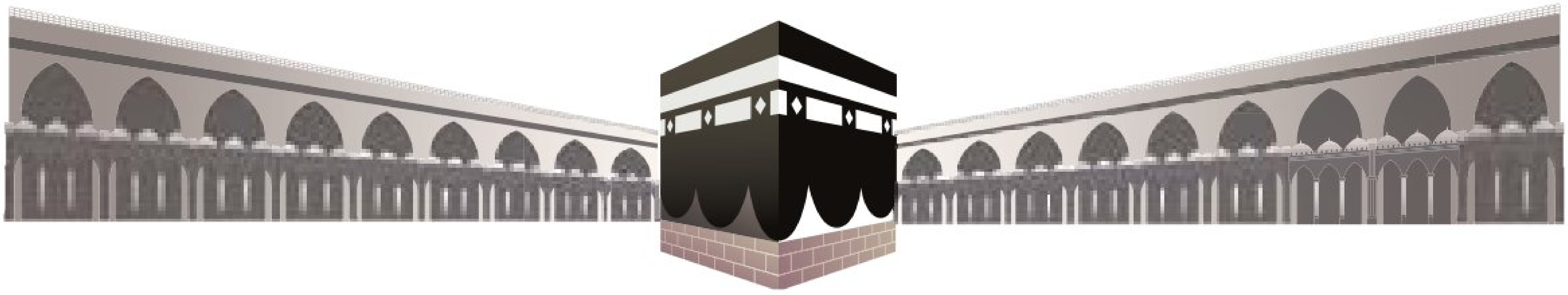

১২ যিলহজ

কাজের বিবরণ

১. আজকে রামীর তৃতীয় দিন। আজকেও তিনটি জামরাতেই রামী করুন।

২. ১২ যিলহজ রামীর সময়ও যোহরের সময় থেকে আগত রাতের সুবহে সাদিক পর্যন্ত।

৩. গতকালের নিয়ম অনুযায়ী আজকেও তিনটি জামরাতেই রামী করুন। প্রথম ও দ্বিতীয় জামরায় রামীর পর পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দুআ করুন, কিন্তু জামরায়ে আকাবায় রামীর পর দুআর জন্য দাঁড়াবেন না।

৪. আজ রাতেও মিনায় অবস্থান করুন এবং পরের দিন রামী করুন। কেননা ১২ তারিখ দিবাগত রাতে মিনায় থাকা উত্তম এবং ১৩ তারিখ রামী করাও উত্তম।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চতুর্থ দিন অর্থাৎ ১৩ তারিখ রামী করে মিনা ত্যাগ করেছিলেন।

৫. তবে আপনি যদি আজকেই মিনা ত্যাগ করতে চান তাহলে রামী সমাপ্ত করে ১৩ তারিখ সুবহে সাদিকের আগে অবশ্যই মিনা ত্যাগ করতে হবে। কারণ মিনায় ১৩ তারিখ সুবহে সাদিক হয়ে গেলে ঐ দিন রামী করা ওয়াজিব। রামী না করে চলে যাওয়া নাজায়েয এবং এতে দম ওয়াজিব হবে। [রদ্দুল মুহতার ২/৫২১, আহকামে হজ ৮৫]

আর ১২ তারিখ সূর্যাস্তের পূর্বে রামী করে মিনা ত্যাগ করতে পারলে ভালো। কারণ সূর্যাস্তের পর মিনা ত্যাগ করা মাকরূহ। অবশ্য এ কারণে দম বা কোনো কিছু ওয়াজিব হবে না।

তবে আজকাল যেহেতু এসময় প্রচণ্ড ভিড় হয়ে থাকে তাই ভিড়ের কারণে

CS CamScanner

সূর্যাস্তের পূর্বে রামী করতে না পারলে অসুবিধা নেই। সূর্যাস্তের পর ধীরে-সুস্থে উত্তমরূপে রামী করে নিবেন।

১৩ যিলহজ

কাজের বিবরণ

১. আজকে যোহরের পূর্বেও রামী করা জায়েয। তবে যোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ভেতরে রামী করা সুন্নত।

২. আজকের দিনে সূর্যাস্তের সাথে সাথেই রামীর সময় শেষ হয়ে যাবে। তাই এর পূর্বেই রামী আদায় করুন। অন্যথায় দম ওয়াজিব হবে।

৩. আগের দুদিনের ন্যায় আজও একই নিয়মে রামী করুন।

CamScanner

এক নজরে হজ

(তামাত্তু হজ)

৮ যিলহজের পূর্বে করণীয়

১. মীকাত থেকে শুধু উমরা আদায়ের নিয়তে ইহরাম করা এবং তালবিয়া পড়া।

২. মক্কা শরীফ পৌঁছে প্রথমে তাওয়াফ করা।

৩. উমরার সাঈ করা।

৪. মাথা মুণ্ডানো অথবা চুল ছোট করা। তারপর গোসল করে স্বাভাবিক কাপড় পরা এবং অন্য কোনো উমরা না করে ৮ যিলহজ পর্যন্ত হজের অপেক্ষায় থাকা। এ সময় বেশি বেশি নফল তাওয়াফ করা এবং কুরআন তিলাওয়াত সহ অন্যান্য নফল ইবাদতে নিজেকে মশগুল রাখা।

৮ যিলহজ - ১৩ যিলহজ

৮ যিলহজ

১. পুরুষরা হারাম থেকে আর মহিলারা নিজ অবস্থানস্থল থেকে হজের নিয়তে ইহরাম করে মিনায় গমন করা এবং সেখানে যোহর, আসর, মাগরীব, ইশা ও পরবর্তী দিনের ফজরের নামায ওয়াক্তমত আদায় করা এবং পুরো সময় মিনায় অবস্থান করা।

৯ যিলহজ (আরাফার দিবস)

১. ৯ যিলহজ সকালে সূর্যোদয়ের পর আরাফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করা। সেখানে মসজিদে নামিরার জামাতে শরীক হতে পারলে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসর উভয় নামায এক আযান ও দুই ইকামতে একত্রে আদায় করা। মসজিদে নামিরার জামাতে অংশগ্রহণ করা সম্ভব না হলে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসরের ওয়াক্তে আসর পড়া। নামায শেষ করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দুআ ও যিকিরে মশগুল থাকা।

২. সূর্যাস্তের পর ধীরে-সুস্থে শান্তভাবে মুযদালিফা অভিমুখে রওয়ানা করা।

৩. মুযদালিফায় পৌঁছে ইশার ওয়াক্তে এক আযান ও এক ইকামতে

CamScanner

বদলী হজের মাসায়িল

বদলী হজ হচ্ছে, অক্ষমতার কারণে কোনো ব্যক্তি তার ফরয হজ অপর ব্যক্তির মাধ্যমে আদায় করানো। বদলী হজ গ্রহণযোগ্য হবার জন্য বিশেষ কিছু বিধান আছে, যা বদলী হজে প্রেরণকারী ও প্রেরিত উভয়ের জানা থাকা জরুরি। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে এ ধরনের কিছু জরুরি মাসআলা উল্লেখ করা হলো।

কারা বদলী হজ করাতে পারবেন?

১. হজ ফরয হবার পর হজ আদায় করেননি, পরবর্তীতে হজ করার মতো শারীরিক সক্ষমতা হারিয়ে এখন মাজুর হয়ে পড়েছেন এবং সক্ষমতা ফিরে পাওয়ারও আশা নেই এমন ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকে বদলী হজ করাতে পারবেন কিংবা মৃত্যুর সময় তার পক্ষ থেকে বদলী হজের অসিয়ত করে যাবেন।

> হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযি. বলেন, বিদায় হজে খাছআম গোত্রের একজন নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার বাবার উপর হজ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি এত বৃদ্ধ যে, বাহনের উপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ করতে পারব? নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হ্যাঁ। (তার পক্ষ থেকে হজ করতে পারবে)। [সহীহ বুখারী ১৮৫৫, মুআত্তা মুহাম্মাদ ৪৮০]

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজে ফরয হজ আদায়ের সক্ষমতা রাখেন, তার জন্য নিজে হজ করা জরুরি। এক্ষেত্রে অন্যকে দিয়ে বদলী হজ করালে ফরয হজ আদায় হবে না। [হিদায়া ১/২৯৬]

এমনিভাবে কেউ যদি এমন রোগে আক্রান্ত হন যা থেকে সুস্থ হবার প্রবল আশা

CamScanner

হজ-উমরা আদায়ে ভুল-ত্রুটি ও তার প্রতিকার

হজ-উমরা আদায়ে তিন ধরনের ভুল-ত্রুটি হতে পারে-

ক. ইহরাম অবস্থার নিষিদ্ধ কাজ করে ফেলা

খ. হজ-উমরার ফরয-ওয়াজিব আদায়ে ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া

গ. হারাম শরীফের মর্যাদা পরিপন্থী কাজে লিপ্ত হওয়া

অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাজীসাহেবদের থেকে প্রথম দু ধরনের ভুলের কারণে জরিমানা ওয়াজিব হয়ে থাকে। এখানে অতিসংক্ষেপে এ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় মাসায়িল উল্লেখ করা হলো। এর বাইরেও বহু মাসায়িল রয়েছে। প্রয়োজনে বিজ্ঞ কোনো আলিম থেকে জেনে নিবেন।

উল্লেখ্য, 'দম' ও 'বাদানা' এ দুটি পরিভাষার পরিচিতি 'কিছু জরুরি পরিভাষা' শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে দেখে নিন।

যেসব কারণে জরিমানা আসে

ক. ইহরাম অবস্থার নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হলে। যেমন–

১. সেলাইকৃত কাপড় পরলে

ইহরাম অবস্থায় দেহের আকৃতিতে সেলাইকৃত কাপড় যেমন- জামা, গেঞ্জি, পায়জামা, প্যান্ট ইত্যাদি পরিধান করা পুরুষের জন্য নাজায়েয। কেউ যদি একনাগাড়ে ১২ ঘণ্টা বা এর বেশি সময় সেলাইকৃত কাপড় পরে থাকে তাহলে দম ওয়াজিব হবে। ১২ ঘণ্টার কম সময় পরে থাকলে এক সদকাতুল ফিতর [১] পরিমাণ সদকাহ করা ওয়াজিব হবে। আর যদি ১ ঘণ্টারও কম সময় পরে

[১] সদকাতুল ফিতর এর পরিমাণ হচ্ছে, অর্ধ সা তথা ১ কেজি ৬৫০ গ্রাম গম, অথবা

CS CamScanner

যিয়ারতে মদীনা

হজের সফরের একটি বড় সৌভাগ্য হল মদীনা মুনাওয়ারায় উপস্থিতি। কারণ এখানেই শুয়ে আছেন রাহমাতুল্লিল আলামীন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এটি হচ্ছে আল্লাহর নবীর হারাম। রাসূলের পায়ের পরশে এখানের ধূলিবালি ধন্য। এখানের হাজিরি নবী-প্রেমিক সৌভাগ্যবানদের কপালেই জোটে।

আজ আপনি প্রিয় নবীর দরবারে আসার সৌরভময় আদেশ পালন করতে যাচ্ছেন। তাই বেশি বেশি দরূদ পড়ুন এবং আল্লাহ পাকের হামদ ও সানা বাড়িয়ে দিন। পাশাপাশি দৃঢ় সংকল্প করুন, বাকি জীবন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শ মোতাবেক অতিবাহিত করবেন এবং তাঁর আনীত দীনের প্রচার-প্রসারে সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

হাদীসে আছে, মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামায পড়া মসজিদে হারাম ব্যতীত অন্য মসজিদে এক হাজার রাকাত আদায় করার চেয়ে উত্তম। [বুখারী ১১৯০, মুসলিম. ১২৯৪]

মদীনা মুনাওয়ারায় প্রবেশের সময় এই দুআ পড়ুন-

رَبِّ أَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِيْ مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيْرًا

অর্থ: হে প্রতিপালক! আমাকে যেখানে প্রবেশ করাবেন, কল্যাণের সাথে প্রবেশ করান এবং যেখান থেকে বের করবেন কল্যাণের সাথে বের করুন এবং আমাকে আপনার নিকট থেকে বিশেষভাবে এমন ক্ষমতা দান করুন, যার সাথে (আপনার) সাহায্য থাকবে। [সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত : ৮০]

CamScanner

হজ থেকে ফিরে

হজ আদায় জীবনে মাত্র একবারই ফরয হয়ে থাকে। এই একটিমাত্র হজের রূহানিয়াত ও বরকতকে জীবনব্যাপী পরিব্যপ্ত করতে হবে। এজন্য সফর থেকে ফিরে এসে হজের শিক্ষাকে জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। তাহলেই হজের বরকতময় সফরের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অর্জিত হবে এবং তা গোটা জীবনের জন্য আলোকবর্তিকার ভূমিকা পালন করবে।

মনে রাখবেন, এ প্রত্যাবর্তন সাধারণ কোনো সফর থেকে নয়। বরং আল্লাহর ঘর যিয়ারত করে ফিরে আসা। এ সম্মানের লাজ রক্ষার্থে হাজী সাহেবের উপর আরোপিত হয়ে গিয়েছে বহুবিধ দায়িত্ব-কর্তব্য।

হজ থেকে কী নিয়ে ফিরবেন

হজের শিক্ষা কী এবং সেখান থেকে কী আনতে হবে এ বিষয়টি গভীরভাবে বুঝতে হলে কুরআন-হাদীস ও সীরাত থেকে এর প্রেক্ষাপট ও সালাফের হজের বিবরণ পড়তে হবে। বিশেষ করে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হজের বিবরণ পাঠ করুন। যেহেতু সবার জন্য দীর্ঘ পড়াশুনা সহজ নয়, এজন্য এ নিবন্ধে হজের কিছু মৌলিক শিক্ষার আলোচনা পেশ করা হলো।

পূর্ণাঙ্গ তাওহীদ ও মযবুত ঈমান-ইয়াকীন

তাওহীদের পূর্ণতা ও ঈমানের দৃঢ়তার অনুপম শিক্ষা হজের প্রতিটি আমলেই রয়েছে। লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক থেকে শুরু করে বিদায়ী তাওয়াফ পর্যন্ত প্রতিটি আমল এ বার্তা-ই দিয়ে যায় যে, মুমিনের তাওহীদ শুধু বিশ্বাসের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং আকীদা ও বিশ্বাসের সীমা পেরিয়ে তা কর্ম-আচরণে

CamScanner